

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অহংকার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সোয়াইবা মারজিয়া

রোলঃ 228022017

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অহংকার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সোয়াইবা মারজিয়া

রোলঃ 228022017

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ অহংকার ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সোয়াইবা মারজিয়া, আইডিঃ 228022017 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ অহংকার ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সোয়াইবা মারজিয়া

আইডিঃ 228022017

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: ভূমিকা:.....	5
অধ্যায় ২: অহংকারের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ.....	5
অধ্যায় ৩: কুরআনুল কারিমে অহংকারের বিবরণ	9
অধ্যায় ৪: হাদীসের আলোকে অহংকার.....	11
অধ্যায় ৫: শাইতানি অহংকার - ইবলিসের কাহিনী.....	13
অধ্যায় ৬: অহংকারের ভয়াবহ পরিণতি	15
অধ্যায় ৭: নবী-রাসূলগণের জীবনে অহংকারবিরোধী দৃষ্টান্ত.....	17
অধ্যায় ৮: নবী (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের বিনয়	20
অধ্যায় ৯: সাহাবায়ে কেরামের জীবনে অহংকারবিরোধী শিক্ষা.....	23
অধ্যায় ১০: অহংকার থেকে বাঁচার উপায়.....	26
অধ্যায় ১১: অহংকার থেকে মুক্তির উপায় ও আত্মশুদ্ধির পদ্ধতি	29
অধ্যায় ১২: অহংকারের বোধ জাগ্রত হলে করণীয় ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা	32
অধ্যায় ১৩ : বিনয়ের ফজিলত.....	34
অধ্যায় ১৪: অহংকারের সামাজিক ও আত্মিক ক্ষতি.....	36
অধ্যায় ১৫: অহংকার দমন করার বাস্তব উপায়সমূহ	40
অধ্যায় ১৬: আত্মসমালোচনা ও আত্মশুদ্ধির কৌশল (তাসাউফ ও তরীকতের আলোকে) ..	42
অধ্যায় ১৭: উপসংহার.....	48
অধ্যায় ১৮: শেষ কথা.....	54

ভূমিকা:

আধুনিক সমাজে মানুষের চারিত্রিক অবক্ষয়ের অন্যতম একটি কারণ হলো অহংকার। এই গুণটি মানুষকে শুধু আত্মধ্বংসের পথে ঠেলে দেয় না, বরং তা আল্লাহর নিকটেও ঘৃণিত একটি গুণ হিসেবে বিবেচিত। ইসলাম এমন একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা যা মানুষের আচার-আচরণ, মন-মানসিকতা এবং আত্মিক পরিশুদ্ধির প্রতিটি দিক নিয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। সেই দিকনির্দেশনার আলোকে অহংকার একটি মারাত্মক চারিত্রিক ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যা ইমান ও ঈমানদারের অন্তরের সাথে একত্রে থাকতে পারে না।

অহংকার এমন একটি মানসিক অবস্থা যা মানুষকে আত্মমর্যাদাবোধের অতিরঞ্জনের দিকে নিয়ে যায়। এটি ধীরে ধীরে মানুষকে আল্লাহর অবাধ্যতায় নিমজ্জিত করে তোলে এবং তার আত্মিক ধ্বংস নিশ্চিত করে। অহংকারের সূচনা হয়েছিল জান্নাতেই, যখন ইবলিস আদম (আ.)-এর প্রতি সিজদা করতে অস্বীকার করে বলেছিল, "আমি তার চেয়ে উত্তম। তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো এবং তাকে সৃষ্টি করেছো মাটি থেকে" (সূরা আরাফ, ৭:১২)। সেই প্রথম অহংকারই ছিল মানব ইতিহাসে শয়তানের পতনের সূচনা।

বর্তমানে মানুষ অহংকার করছে তার জ্ঞান, ধন-সম্পদ, পদ-মর্যাদা, সৌন্দর্য, জাতি কিংবা বংশগৌরব নিয়ে। অথচ এই সব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। একজন মানুষের আত্মপ্রশংসা, অন্যকে তুচ্ছজ্ঞান করা, নিজের কৃতিত্বকে বড় করে দেখা—এসবই অহংকারের প্রকাশ। ইসলাম এসব আচরণকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করেছে এবং বিনয়ের গুণকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছে।

এই থিসিসে আমরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে অহংকারের ব্যাখ্যা, এর ক্ষতিকর দিকসমূহ, ইতিহাসে এর উদাহরণ, এবং এর থেকে মুক্তির পথ নিয়ে বিশদ আলোচনা করব। এতে করে অহংকারের ভয়াবহতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গঠিত হবে এবং একজন মুসলমানের জন্য এটি কতটা পরিত্যাজ্য তা অনুধাবন করা সহজ হবে। আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে অহংকার মুক্ত জীবন যাপন করার তাওফিক দান করেন।

অধ্যায় ২: অহংকারের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

২.১ অহংকারের সংজ্ঞা

অহংকার (আরবিতে: كِبْر বা تَكَبُّر) অর্থ হলো নিজেকে বড় মনে করা এবং অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। ইসলামী পরিভাষায় অহংকার বলতে এমন মানসিক ও ব্যবহারিক আচরণকে বোঝায়, যার মাধ্যমে কেউ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করে এবং অপরকে হীনভাবে দেখে। রাসূলুল্লাহ (সা.) অহংকারকে সংজ্ঞায়িত করে বলেন:

> "অহংকার হলো, সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।"
(সহীহ মুসলিম: ৯১)

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, অহংকার শুধু বাহ্যিক আচরণ নয়, বরং এটি একটি অন্তরগত রোগ—যা বিশ্বাস, চিন্তা ও মনোভাবকে প্রভাবিত করে।

২.২ অহংকারের মূল উৎস

অহংকার সৃষ্টি হওয়ার পেছনে বেশ কিছু অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণ রয়েছে, যেমন:

- অতিমাত্রায় আত্মপ্রশংসা ও আত্মতুষ্টি
- ধন-সম্পদ, জ্ঞান, রূপ-সৌন্দর্য বা পদমর্যাদার অহমিকা
- বংশগত গৌরব ও জাতিগত বৈষম্য
- শয়তানের প্ররোচনা ও আত্মার ব্যাধি

২.৩ অহংকারের প্রকারভেদ

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অহংকারকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়:

২.৩.১ অন্তর্গত (আত্মিক) অহংকার

এটি অন্তরের এমন একটি অবস্থা, যেখানে একজন ব্যক্তি নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। বাহ্যিক আচরণে এটি না প্রকাশ পেলেও তার অন্তরে সে নিজেকে অন্যের চেয়ে উত্তম মনে করে। এরপর ধীরে ধীরে বড় গুনাহে পরিণত হতে পারে।

২.৩.২ বাহ্যিক (আচরণগত) অহংকার

এটি মানুষের কথাবার্তা, চালচলন, পোশাক-আশাক ও আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যেমন: কেউ পথ চলার সময় অন্যদের দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাঁটে, নম্রভাবে কথা বলে না, নিজের মর্যাদা জাহির করে।

২.৩.৩ সামাজিক অহংকার

জাতি, বংশ, গোষ্ঠী বা পদ-মর্যাদার কারণে অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করা এই শ্রেণির মধ্যে পড়ে। যেমন কেউ বলে—"আমি অমুক বংশের", "আমি অমুক এলাকার", ইত্যাদি। এটি ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

২.৩.৪ জ্ঞানগত অহংকার

এই প্রকারের অহংকারে ব্যক্তি নিজেকে জ্ঞানে পরিপূর্ণ মনে করে এবং অন্যদের জ্ঞানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। ইসলামে এধরনের অহংকার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

২.৩.৫ ইবাদতগত অহংকার

কেউ বেশি ইবাদত করে নিজেকে অন্যদের চেয়ে ধার্মিক মনে করে, এটাই ইবাদতগত অহংকার। এটি অনেক সময় রিয়া (লোক দেখানো ইবাদত)-র সাথে মিশে যায়, যা মারাত্মক গুনাহ।

২.৪ অহংকার ও আত্মসম্মানের পার্থক্য

অনেকেই অহংকার ও আত্মসম্মানকে এক করে ফেলেন। কিন্তু এ দুটির মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে:

আত্মসম্মান হলো নিজের মর্যাদা রক্ষা করা, কিন্তু অন্যকে হয় না করা।

অহংকার হলো নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।

আত্মসম্মান ইসলাম অনুমোদিত, কিন্তু অহংকার হারাম।

অধ্যায় ৩: কুরআনুল কারিমে অহংকারের বিবরণ

আল-কুরআন হচ্ছে ইসলামের মূল ধর্মগ্রন্থ, যেখানে মানব জীবনের প্রতিটি দিক নিয়ে দিকনির্দেশনা রয়েছে। অহংকার সম্পর্কে কুরআনে বহু আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে এবং এর ভয়াবহ পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে।

৩.১ অহংকারের প্রতি আল্লাহর ঘৃণা

আল্লাহ তায়ালা অহংকারকে অত্যন্ত অপছন্দ করেন। তিনি কুরআনে বলেছেন:

> “নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী ও গর্বিত ব্যক্তিদের পছন্দ করেন না।”

— (সূরা নাহল: ২৩)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর কাছে অহংকার একটি জঘন্য গুনাহ। যে ব্যক্তি অহংকার করে, সে আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়।

৩.২ ইবলিসের অহংকার: অহংকারের প্রথম নজির

কুরআনে অহংকারের প্রথম উদাহরণ পাওয়া যায় ইবলিসের কাহিনীতে। যখন আল্লাহ আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করলেন এবং ফেরেশতাদের বললেন সেজদা করতে, তখন সবাই সেজদা করল—শুধু ইবলিস বাদে। কেন? কারণ সে অহংকার করেছিল।

> “সে (ইবলিস) বলল: আমি তার চেয়ে উত্তম; আমাকে তুমি আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো, আর তাকে মাটি থেকে।”

— (সূরা আরাফ: ১২)

এই অহংকারই ছিল ইবলিসের ধ্বংসের শুরু। সে আল্লাহর হুকুম অমান্য করল এবং শয়তানে পরিণত হলো।

৩.৩ ফেরাউন ও অহংকার

ফেরাউন ছিল মিশরের রাজা। সে এত অহংকারী হয়ে গিয়েছিল যে নিজেকেই “রব” দাবি করত। কুরআনে এসেছে:

> “ফেরাউন বলল: হে সভাসদবৃন্দ! আমি তো আমার ছাড়া আর কোনো উপাস্য তোমাদের জন্য জানি না।”

— (সূরা কাসাস: ৩৮)

তার এই অহংকারের কারণে আল্লাহ তাকে এবং তার সৈন্যদের পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছিলেন।

৩.৪ কারুনের ধন-সম্পদের অহংকার

কারুন ছিল ধনী ব্যক্তি। সে বলত, তার ধন-সম্পদ তার জ্ঞান ও কৌশলের কারণে এসেছে। সে আল্লাহর দয়া ভুলে গিয়েছিল।

> “সে বলল: এই (সম্পদ) তো আমি পেয়েছি আমার জ্ঞানের কারণে।”

— (সূরা কাসাস: ৭৮)

আল্লাহ তখন তাকে ধ্বংস করে দিলেন। কুরআনে বলা হয়েছে, তাকে এবং তার ঘরবাড়িকে মাটির নিচে চাপা দেওয়া হয়।

৩.৫ অহংকারের শাস্তি

আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে বলেন:

> “যারা পৃথিবীতে অহংকার করে চলে, আমি তাদেরকে আমার আয়াত বুঝতে দিই না এবং তারা যদি সমস্ত নিদর্শনও দেখে, তবুও তারা ঈমান আনবে না।”

— (সূরা আরাফ: ১৪৬)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, অহংকার করলে আল্লাহ তার অন্তর বন্ধ করে দেন। ফলে সে সঠিক পথে ফিরতে পারে না।

৩.৬ উপসংহার

কুরআনের আলোকে আমরা বুঝতে পারি, অহংকার শুধু গুনাহ নয়, এটি মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। ইবলিস, ফেরাউন ও কারুন—তাদের পতনের মূলেই ছিল অহংকার। আল্লাহ আমাদেরকে অহংকারমুক্ত, বিনয়ী বান্দা হওয়ার আদেশ দিয়েছেন।

অধ্যায় ৪: হাদীসের আলোকে অহংকার

রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের জীবনের প্রতিটি দিকের জন্য আদর্শ। তিনি তাঁর হাদীসের মাধ্যমে আমাদের শিখিয়েছেন কোন গুণ ভালো, আর কোনটি ক্ষতিকর। অহংকার সম্পর্কে নবী করিম (সা.) বহু হাদীসে সতর্ক করে গেছেন।

৪.১ অহংকার সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

> “যার অন্তরে একটি সরিষার দানার পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।”

— (সহীহ মুসলিম: ৯১)

এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, অহংকার আল্লাহর কাছে এতটাই অপছন্দনীয় যে সামান্য পরিমাণ থাকলেও তা জান্নাত থেকে বঞ্চিত করতে পারে।

৪.২ অহংকারী ব্যক্তির অবস্থান

আরেকটি হাদীসে নবীজি (সা.) বলেন:

> “তিন ধরনের মানুষ আছে, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না... তাদের মধ্যে একজন হলো অহংকারী দরিদ্র।”

— (সহীহ মুসলিম: ১০৬)

অর্থাৎ, দরিদ্র হলেও যদি কেউ অহংকার করে, আল্লাহ তার থেকেও মুখ ফিরিয়ে নেন।

৪.৩ সাহাবাদের নম্রতা ও অহংকারবিরোধী আচরণ

নবীজির সাহাবিরা ছিলেন সবচেয়ে নম্র ও বিনয়ী মানুষ। যেমন:

হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন অত্যন্ত ধনবান, কিন্তু কখনো অহংকার করেননি।

হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দীন ও ন্যায়বিচারের পথে অবিচল ছিলেন—তবু অহংকার করেননি।

হযরত আলী (রা.) ছিলেন জ্ঞান ও বীরত্বে অনন্য, কিন্তু নিজেকে সবসময় সাধারণ মানুষদের মাঝে গণ্য করতেন।

৪.৪ অহংকার নয়, বিনয়ই মহান

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

> “আল্লাহর জন্য যে বিনয় করে, আল্লাহ তাকে মর্যাদা দেন।”

— (সহীহ মুসলিম)

এটি বোঝায়, বিনয় আল্লাহর নিকট প্রিয়, আর অহংকার আল্লাহর রহমত থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়।

—

অধ্যায় ৫: শাইতানি অহংকার – ইবলিসের কাহিনী

ইসলামের ইতিহাসে অহংকারের প্রথম ও সবচেয়ে ভয়ংকর উদাহরণ হলো ইবলিসের অহংকার। সে ছিল এক সময় বহু ইবাদতকারী, কিন্তু অহংকার তাকে এমন অবস্থায় পৌঁছে দেয় যে, সে চিরতরে আল্লাহর অভিশপ্ত হয়ে যায়।

৫.১ ইবলিস কে ছিল?

ইবলিস ছিল এক প্রকারের সৃষ্টি, যাকে “জিন” বলা হয়। সে আগে আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ইবাদতগুজার ছিল, ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকত। কিন্তু যখন আল্লাহ আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি সব ফেরেশতা ও ইবলিসকে আদেশ দিলেন— আদমকে সেজদা করো।

৫.২ অহংকারের প্রকাশ

সকল ফেরেশতা আল্লাহর হুকুম মেনে আদমকে সেজদা করল, কিন্তু ইবলিস করল না। সে বলল:

> “আমি তার চেয়ে উত্তম; তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো আর তাকে সৃষ্টি করেছো মাটি থেকে।”

— (সূরা আরাফ: ১২)

এই কথাতেই রয়েছে ইবলিসের অহংকার। সে মনে করল, তার সৃষ্টি উপাদান (আগুন) মাটির চেয়ে উত্তম, তাই সে আদমকে সেজদা করতে অপমানজনক মনে করল।

৫.৩ ইবলিসের অহংকারের ফলাফল

আল্লাহ ইবলিসকে বলেন:

> “তুমি এখান থেকে নেমে যাও! কারণ তুমি এখানে অহংকার করার অধিকার রাখো না। বের হয়ে যাও, তুমি অবশ্যই ছোটলোকদের একজন।”

— (সূরা আরাফ: ১৩)

এই একটিমাত্র অহংকারই তাকে করে তুলল চিরকালীন অভিশপ্ত ও শয়তান। তার নাম হয়ে গেল “ইবলিস”—যার অর্থ ‘নিরাশ হওয়া’। সে আল্লাহর রহমত থেকে চিরতরে বঞ্চিত হলো।

৫.৪ ইবলিসের প্রতিজ্ঞা

ইবলিস তখন অহংকারে আরও বেড়ে গিয়ে বলে বসে:

> “আমি তাদের (মানুষদের) জন্য তোমার সরল পথের ওপর বসে থাকব। আমি তাদের সামনে, পেছনে, ডান দিকে এবং বাম দিক থেকে তাদের কাছে আসব, আর তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ দেখতে পাবে না।”

— (সূরা আরাফ: ১৬-১৭)

অর্থাৎ ইবলিস অহংকার করে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় যে, সে মানুষকে সঠিক পথ থেকে সরাবে।

৫.৫ শিক্ষা

ইবলিসের কাহিনী থেকে আমরা একটি বড় শিক্ষা পাই:

একটি মাত্র অহংকারও মানুষকে চিরতরে ধ্বংস করতে পারে।

যেখানে ইবলিস ছিল হাজার বছরের ইবাদতকারী, কিন্তু সে শুধু অহংকারের কারণে চিরকালীন ধ্বংসের পথে চলে গেল।

—

অধ্যায় ৬: অহংকারের ভয়াবহ পরিণতি

(কুরআন, হাদীস, আলেমদের বক্তব্য ও রেফারেন্সসহ)

১. কুরআনের দৃষ্টিতে অহংকারের পরিণতি

﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾

“নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) অহংকারীদের ভালোবাসেন না।”

— সূরা নাহল: ২৩

﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ﴾

“আমি আমার নিদর্শনগুলো থেকে সেইসব লোককে দূরে সরিয়ে রাখব, যারা পৃথিবীতে অহংকার করে।”

— সূরা আ'রাফ: ১৪৬

এই আয়াতগুলোতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অহংকারকারী ব্যক্তি আল্লাহর নিকট ঘৃণিত। তারা হেদায়েত ও তাওফিক থেকে বঞ্চিত হয়।

২. হাদীস শরীফে অহংকারের শাস্তি

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ»

অর্থ: “যার অন্তরে সরিষা দানার পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।”

— সহীহ মুসলিম: হাদীস ৯১

আরেক হাদীসে এসেছে:

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عَتَلٍ جَوَّازٍ مُسْتَكْبِرٍ»

অর্থ: “তোমাদের কি জানাবো জাহান্নামের অধিবাসীদের সম্পর্কে? তারা হলো— প্রতিটি কঠোর হৃদয়ের, দুর্বিনীত ও অহংকারী ব্যক্তি।”

— সহীহ বুখারি, হাদীস: ৪৯১৮

৩. কুরআনে বর্ণিত অহংকারীদের করুণ পরিণতি

(ক) ফেরাউনের পতন

(فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ)

“তাকে (ফেরাউনকে) আল্লাহ পাক শাস্তি দিলেন দুনিয়া ও আখিরাতে।”

— সূরা নাজিআত: ২৫

(খ) কারুণ ধ্বংস হয় অহংকারের কারণে

(فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ)

“অতঃপর আমরা তাকে (কারুণ) ও তার ঘরবাড়িকে ভূমিতে ধ্বংস করে দিলাম।”

— সূরা কাসাস: ৮১

মুফতী তাকী উসমানী (দা.বা.) বলেন:

“আহংকার এমন একটি গোপন ব্যাধি, যা ইবাদতের আলোকে নিভিয়ে দেয়, আত্মাকে কলুষিত করে এবং বান্দাকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করে।”

৬. উপসংহার

অহংকার মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। ফেরাউন, কারুন্, ইবলীস—তাদের পতনের মূল কারণ অহংকার। কুরআন-হাদীসে এই গুনাহকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং, একজন মুমিনের উচিত বিনয় অবলম্বন করা, অহংকার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

—

অধ্যায় ৭: নবী-রাসূলগণের জীবনে অহংকারবিরোধী দৃষ্টান্ত

নবী ও রাসূলগণ ছিলেন আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দা। তাদের জীবনের প্রতিটি কাজেই ছিল বিনয়, নম্রতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষা। অথচ তারা চাইলেই দুনিয়ার সকল সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করতে পারতেন। কিন্তু অহংকার তাদের মাঝে একেবারেই ছিল না।

১ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিনয়

রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, অথচ তিনি ছিলেন সবচেয়ে বিনয়ী।

তিনি নিজ হাতে কাপড় সেলাই করতেন।

সাহাবিদের সঙ্গে মাটি থেকে খাবার খেতেন।

অতিথি এলে নিজের হাতে তাদের আপ্যায়ন করতেন।

একবার এক ব্যক্তি নবীজিকে দেখে কাঁপতে শুরু করেন। নবীজি (সা.) তখন বললেন:

> “ভয় পেও না। আমি কোনো রাজা নই; আমি একজন সাধারণ নারীর পুত্র, যিনি শুকনো মাংস খেতেন।”

— (ইবনে মাজাহ)

এতে বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো নিজেকে বড় কিছু মনে করেননি।

.২ হযরত ঈসা (আ.)

ঈসা (আ.) ছিলেন এক অলৌকিকভাবে জন্ম নেয়া নবী। তিনি মৃতকে জীবিত করতেন, অন্ধকে ভালো করতেন। তবুও তিনি বলতেন:

> “আল্লাহই আমার প্রভু এবং তোমাদের প্রভু। তোমরা তাঁকেই ইবাদত করো।”

— (সূরা মারইয়াম: ৩৬)

তিনি কখনো নিজেকে ঈশ্বর বলেননি। বরং বারবার আল্লাহর দাসত্বের কথা বলেছেন।

.৩ হযরত মূসা (আ.)

মূসা (আ.) ছিলেন শক্তিশালী, নেতৃত্বগুণসম্পন্ন নবী। তিনি ফেরাউনের মতো এক অহংকারী রাজার সামনে গিয়েও অহংকার করেননি। বরং আল্লাহ যখন ফেরাউনের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দেন, তখন মূসা (আ.) বলেন:

> “হে আমার প্রভু! আমার বুক প্রশস্ত করে দাও... এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও।”

— (সূরা ত্ব-হা: ২৫-২৭)

তিনি নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে আল্লাহর সাহায্য চান।

৪ হযরত ইউসুফ (আ.)

তিনি মিশরের রাজা হয়েছিলেন। অথচ ভাইয়েরা তাকে দাস বানিয়ে বিক্রি করেছিল। যখন তারা ভুল বুঝে ক্ষমা চাইতে আসে, ইউসুফ (আ.) বলেন:

> “আজ তোমাদের প্রতি কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন।
তিনিই পরম দয়ালু।”

— (সূরা ইউসুফ: ৯২)

তিনি প্রতিশোধ নেননি, বরং বিনয় ও ক্ষমার পরিচয় দেন।

৫ শিক্ষা

নবী-রাসূলদের জীবনের এই নম্রতা, ক্ষমাশীলতা ও অহংকারবিরোধী আচরণ আমাদের
শেখায়—

আসল শ্রেষ্ঠতা অহংকারে নয়, বরং বিনয়ে।

আল্লাহ যাদের সবচেয়ে মর্যাদা দিয়েছেন, তারা কখনো নিজেদের বড় মনে করেননি।

—

অধ্যায় ৮: নবী (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের বিনয়

(কুরআন, হাদীস, আলেমদের বক্তব্য ও ইতিহাসসমৃদ্ধ অধ্যায়)

১. নবী করিম (সা.)-এর জীবন ও বিনয়ের আদর্শ

নবী মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন বিনয়ের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, অথচ সবচেয়ে বিনয়ী।

কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

“আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।”

— সূরা কলম: ৪

একটি বিখ্যাত ঘটনা:

একজন বেদুঈন নবী (সা.)-কে দেখে কাঁপতে লাগল। তখন তিনি বললেন:

«هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد»

“শান্ত হও, আমি তো সেই নারীর পুত্র, যিনি শুকনা মাংস খেতেন।”

— ইবনু মাজাহ: ৩৩১২

বাংলা অর্থ: নবীজি (সা.) নিজের পরিচয় সাধারণভাবে তুলে ধরে বিনয়ের পরিচয় দেন।

২. নবীজির বিনয় সমাজে কিভাবে প্রকাশ পেত?

তিনি কখনোই নিজেকে শ্রেষ্ঠ দাবি করতেন না।

গরিব, দাস, এতিম সবার সঙ্গে সমান ব্যবহার করতেন।

সাহাবারা নবীজি (সা.)-কে দেখলে সম্মানে দাঁড়াতেন, কিন্তু তিনি নিষেধ করতেন

হাদীস:

«لا تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَبَ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ...»

“তোমরা আমাকে অতিরিক্ত প্রশংসা করো না, যেমন খ্রিস্টানরা ঈসা ইবনে মরিয়মকে করেছিল।”

— সহীহ বুখারী: ৩৪৪৫

৩. সাহাবায়ে কেরামের বিনয়ের দৃষ্টান্ত

(ক) হযরত আবু বকর (রাঃ)

খলিফা হওয়ার পর কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন:

“আমাকে যদি কেউ আমার চেয়ে উত্তম মনে করে, সে ভুল করছে। আমি কেবল দায়িত্বপ্রাপ্ত।”

(খ) হযরত উমর (রাঃ)

জুতা কাঁধে নিয়ে সফর করতেন। বলেন:

“আমি তো সেই উমর, যে এক সময় বকরির রাখাল ছিল।”

(গ) হযরত আলী (রাঃ)

খোদ খলিফা হয়েও নিজে হস্তচালিত চুলায় আগুন জ্বালাতেন।

তিনি বলতেন:

“নেতা সে নয়, যে নিজেকে উর্ধ্ব ভাবে; বরং সে, যে মানুষদের কাঁধে বোঝা হয় না।”

৪. আলেমদের বক্তব্য

ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন:

“যার মধ্যে বিনয় নেই, সে ইলম ও আমলের ফল পায় না।”

— ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, খণ্ড ৩

মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলভী (রহ.) বলেন:

“যে যত বড় দাঁষ্ট, তার বিনয় তত বড় হওয়া উচিত।”

— মালফুযাতে কান্ধলভী

৫. উপসংহার

নবী (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন অভিজাত্যহীন, হৃদয়বান, মানবদরদী ও আত্মবিনয়ী মানুষ। আমাদের জীবনেও সেই বিনয়ের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। অহংকার থেকে বেঁচে থাকতে চাইলে তাঁদের জীবনচর্চাই একমাত্র পথ।

অধ্যায় ৯: সাহাবায়ে কেরামের জীবনে অহংকারবিরোধী শিক্ষা

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যপ্রাপ্ত মুসলমান। তারা ইসলামের সোনালী যুগের মূল ভিত্তি স্থাপন করেছেন। তারা ইলম, শক্তি, নেতৃত্ব, বিত্ত-বৈভব—সবকিছুর অধিকারী হয়েও ছিলেন অতি বিনয়ী, অহংকারহীন।

১ হযরত আবু বকর (রাঃ)

তিনি ছিলেন প্রথম খলিফা এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী।

তিনি খলিফা হওয়ার পর সাধারণ পোশাকে বাজারে যেতেন।

নিজের জন্য সরকারি বেতন নিতে সংকোচ করতেন।

একটি লোক তার দিকে উঁচু গলায় কথা বললে তিনি রাগ না করে বলেন:

> “আমার মধ্যে কোনো ভালো নেই, যদি আমি অহংকার করি।”

২ হযরত উমর (রাঃ)

তিনি ছিলেন দ্বিতীয় খলিফা, যার শাসন বিশ্বজুড়ে প্রসারিত হয়েছিল।

একবার একটি সফরে তিনি নিজেই উট টানছিলেন আর খাদেম বসে ছিলেন।

তার জুতো ছিঁড়ে গেলে নিজেই তা সেলাই করতেন।

একবার এক ব্যক্তি বলল: “তুমি কত বড় শাসক।” উমর (রাঃ) বলেন:

> “আমি উমর—এক সময় ভেড়া চরাতাম, আজ আল্লাহ সন্মান দিয়েছেন। অহংকার করলে হয়তো আবার সেই অবস্থায় ফিরে যাবো।”

৩ হযরত উসমান (রাঃ)

তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধনী ও দানশীল।

বিয়ে করেছিলেন রাসূলের দুটি কন্যাকে।

তবুও তিনি কখনো গর্ব করেননি।

“রমা’র কূপ” মুসলমানদের জন্য কিনে দান করলেন—কিন্তু তার নাম প্রচার করলেন না।

৪ হযরত আলী (রাঃ)

তিনি ছিলেন জ্ঞান, বীরত্ব ও ন্যায়ের প্রতীক।

যুদ্ধের ময়দানে যিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী,

কিন্তু গরিবদের সঙ্গে মাটিতে বসে খেতেন, নিজ হাতে পানি দিতেন।

একবার এক লোক তাকে গালি দিলে তিনি বলেন:

> “তুমি যা বলেছো, তার চেয়ে অনেক বেশি খারাপ আমি হইতেও পারি, যদি আল্লাহ না সামলাতেন।”

৫ সাধারণ সাহাবাদের আচরণ

সাহাবীরা নিজেদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই করতেন না।

তারা বলতেন: “আমরা আল্লাহর জন্য সব কিছু করেছি, এতে গর্ব করার কিছু নেই।”

মসজিদে নববীতে ঝাড়ু দিতেন, খাবার বিলাতেন, সবাইকে সমান চোখে দেখতেন।

৬ শিক্ষা

সাহাবায়ে কেরামের জীবন থেকে আমরা শিখি—

সত্যিকারের বড় মানুষ কখনো অহংকার করে না।

নেতৃত্ব, সম্মান, জ্ঞান—সবকিছুর মাঝেও তারা বিনয়ের পথে থেকেছেন।

এটাই প্রকৃত ইসলামিক চরিত্রের নিদর্শন।

অধ্যায় ১১: অহংকার থেকে বাঁচার উপায়

যেহেতু অহংকার একটি ধ্বংসাত্মক রোগ, তাই এটি থেকে বাঁচা ঈমানদার ব্যক্তির জন্য জরুরি। ইসলাম অহংকার থেকে মুক্ত থাকার বহু উপায় আমাদের শিখিয়েছে। নিচে কিছু মূল উপায় আলোচনা করা হলো:

১ আল্লাহর গুণাবলি ও মহত্ত্ব স্মরণ করা

যে ব্যক্তি সবসময় মনে রাখে আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তিনি রিজিকদাতা, তিনিই মর্যাদা দেন এবং নেন—সে কখনো অহংকার করতে পারে না।

> “সমস্ত বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কেবল আল্লাহরই।”

— (সূরা জাসিয়া: ৩৭)

২ নিজের দুর্বলতা স্মরণ করা

মানুষ সৃষ্টি হয়েছে পানি থেকে, মৃত হবে মাটি হয়ে। এতো দুর্বল সত্তা নিয়ে কিসের অহংকার?

> “মানুষ তো এক ফোঁটা বীর্ষ থেকে সৃষ্টি, এরপর সে প্রকাশ্য বিতর্ককারী হয়ে পড়ে।”

— (সূরা নাহল: ৪)

৩ বেশি বেশি ইবাদত ও দোয়া করা

ইবাদত মানুষকে নম্র করে তোলে। আর দোয়ার মাধ্যমে সে আল্লাহর সামনে বিনম্র হয়।

> “আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে, তখন বলো:
আমি তো তাদের নিকটবর্তী।”

— (সূরা বাকার: ১৮৬)

.৪ বিনয়ী লোকদের সাহচর্য গ্রহণ করা

ভালো চরিত্রের বন্ধু ও আলেমদের সংস্পর্শ অহংকার দূর করতে সাহায্য করে।

হাদীসে এসেছে:

> “মানুষ তার বন্ধুদের দ্বীন অনুসরণ করে। তাই দেখে নাও, কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছো।”

— (তিরমিজি)

৫ গরিব ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে উঠাবসা করা

রাসূল (সা.) নিজ হাতে গরিবকে খাওয়াতেন, দাসদের পাশে বসতেন। আমাদেরও
অহংকার ভাঙতে হলে সমাজের দুর্বল শ্রেণির সঙ্গে হৃদয়তা রাখতে হবে।

৬ নিজের ভুল ও সীমাবদ্ধতা চিনা

যে ব্যক্তি নিজেকে নিয়ে আত্মসমালোচনা করে, তার মধ্যে অহংকার ঢুকতে পারে না।

৭ বেশি বেশি মৃত্যু ও কবরের কথা স্মরণ করা

যে ব্যক্তি জানে তাকে একদিন মাটির নিচে যেতে হবে, সে কখনো গর্ব করতে পারে না।

> “প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।”

— (সূরা আনকাবূত: ৫৭)

৮ শিক্ষা

অহংকার থেকে বাঁচতে হলে প্রথমে এটিকে রোগ হিসেবে স্বীকার করতে হবে।

এরপর কুরআন-হাদীসের আলোকে আত্মসংশোধনের পথে আসতে হবে।

নম্রতা, কৃতজ্ঞতা ও মৃত্যুচিন্তাই অহংকার থেকে মুক্তির পথ।

—

অধ্যায় ১২: অহংকার থেকে মুক্তির উপায় ও আত্মশুদ্ধির পদ্ধতি

(কুরআন, হাদীস, আলেমদের বক্তব্য এবং ব্যক্তিগত অনুশীলনের আলোকে)

১. ভূমিকা

মানবজীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাধিগুলোর একটি হচ্ছে অহংকার। এটি শুধু আত্মার ব্যাধিই নয়, বরং ইমান ও আখিরাতকে ধ্বংসকারী আগুনস্বরূপ। অহংকার থেকে মুক্তি পেতে হলে আত্মশুদ্ধির চর্চা করতে হবে। এ অধ্যায়ে আমরা সেই উপায়গুলো আলোচনা করব।

২. কুরআনের দিকনির্দেশনা

আল্লাহ বলেন:

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾

“যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে, সে সফল হয়েছে; আর যে একে কলুষিত করেছে, সে ধ্বংস হয়েছে।”

— সূরা আশ-শামস: ৯-১০

এ আয়াত ইঙ্গিত করে আত্মশুদ্ধিই প্রকৃত মুক্তির পথ।

৩. হাদীসের আলোকে আত্মশুদ্ধির উপায়

রাসূল (সা.) বলেন:

«الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ»

“অহংকার হলো—সত্যকে অস্বীকার করা ও মানুষকে তুচ্ছ মনে করা।”

— সহীহ মুসলিম: ৯১

অতএব, অহংকার থেকে বাঁচতে হলে মানুষের প্রতি বিনয়ী মনোভাব রাখতে হবে এবং সত্য গ্রহণে প্রস্তুত থাকতে হবে।

৪. অহংকার দমন করার বাস্তব উপায়সমূহ

(ক) আল্লাহর মহত্ত্ব উপলব্ধি করা:

যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর সামনে আমরা নিতান্তই দুর্বল ও অক্ষম।
কুরআনে আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾

“তারা আল্লাহকে তাঁর যথাযথ মর্যাদা দেয়নি।” — সূরা আন’আম: ৯১

(খ) নবী ও সাহাবীদের জীবনচর্চা:

তাঁদের বিনয়ী জীবন অধ্যয়ন করলে অহংকার লোপ পায়।

(গ) গুনাহ স্মরণ করা ও তওবা করা:

নিজের পাপের স্মরণ অহংকার দূর করে। হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন,
“নিজের গুনাহ যারা ভুলে যায়, তারাই অহংকার করে।”

(ঘ) অহংকারের বিপরীত গুণের অনুশীলন:

যেমন—বিনয়, কৃতজ্ঞতা, দানশীলতা, দুঃখীদের সঙ্গে থাকা ইত্যাদি।

(ঙ) নফসের বিরুদ্ধে আমল করা:

যা ego (নফস) পছন্দ করে না, যেমন—জনসমক্ষে কাজের ভার নেওয়া, সাধারণ পোশাক পরা, নিচু ব্যক্তির সঙ্গে মিশা—এসব নফসকে ভাঙে।

৫. ব্যক্তিগত অনুশীলনের কিছু উদাহরণ

প্রতিদিন নিজের গুনাহের হিসাব রাখা

সকালে ও রাতে আয়াত ও দুআ পাঠ:

“اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ، وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ...”

“আল্লাহুম্মা! আমার অন্তরকে রিয়া ও অহংকার থেকে পরিশুদ্ধ করুন।”

মজলিসে গরিব, অসহায়দের পাশে বসা

নফসকে দমন করার জন্য মাঝে মাঝে কষ্টের কাজ নিজ হাতে করা

৬. আলেমদের বক্তব্য

ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন:

“নফসের মধ্যে যে অহংকার আছে, তা শুধু আল্লাহর ভয় ও বিনয়ের মাধ্যমে ভাঙা সম্ভব।” — মাদারিজুস সালিকীন

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন:

“তোমার মধ্যে যত বড় যোগ্যতা থাকবে, তত বিনয়ী হও—এটাই কামেল মুসলমানের চিহ্ন।”

৭. উপসংহার

আত্মশুদ্ধি ও অহংকার মুক্ত জীবনের জন্য কুরআন, সুন্নাহ এবং নেককারদের জীবন অনুসরণ করা অপরিহার্য। অহংকার দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতির কারণ, আর বিনয় এনে দেয় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি। সুতরাং, নফসকে জয় করে আমাদের সত্যিকারের আত্মশুদ্ধির পথে চলতে হবে।

অধ্যায় ১৩: অহংকারের বোধ জাগ্রত হলে করণীয় ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা

মানুষের অন্তরে যখনই অহংকারের স্পর্শ লাগে, তখন তা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় হয়ে পড়ে—even যদি তা শুধু মনে মনে হয়। তবে আল্লাহর রহমত এত বিশাল যে, কেউ যদি সময় থাকতে তা বুঝে নিজেকে শুধরে নেয়, তাহলে তিনি ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ বলেন,
"নিশ্চয়ই আমি তাওবা গ্রহণ করি তাদের, যারা অজ্ঞতাবশত কোনো গুনাহ করে, তারপর শীঘ্রই তাওবা করে।" (সূরা নিসা: ১৭)।

যখন বুঝতে পারি যে, আমার মনে অহংকার এসেছে, তখন করণীয় হলো:

১. আল্লাহর কাছে খালিছ মনে ক্ষমা চাওয়া:

মনের ভিতরের অহংকারবোধের জন্যও আমাদের উচিত আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে ক্ষমা চাওয়া। উদাহরণস্বরূপ দোয়া হতে পারে:

> “হে আল্লাহ! আমার অন্তরের অহংকার তুমি মাফ করে দাও। তুমি জানো, আমি দুর্বল, আমি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি। আমাকে বিনয়ী বানিয়ে দাও, এবং কখনো অহংকারে না পড়ার তাওফিক দাও।”

রাসূল (সা.)-এর শেখানো একটি দোয়া:

>اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ، وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ، وَلِسَانِي مِنَ الْكُذْبِ، وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ،
فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

অর্থ: “হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে মুনাফিকি থেকে, আমার আমলকে রিয়া (লোক দেখানো) থেকে, আমার জিহ্বাকে মিথ্যা থেকে এবং আমার চোখকে বিশ্বাসঘাতকতা থেকে পবিত্র করে দাও, নিশ্চয়ই তুমি জানো চোখের বিশ্বাসঘাতকতা এবং অন্তরের গোপন বিষয়।” — (হাকিম)

২. অহংকার থেকে বিরত থাকার উপায়:

নিজের সীমাবদ্ধতা ও গুনাহ স্মরণ করা: বারবার ভাবা—আমার ভেতরে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর দেওয়া; আমলও, জ্ঞানও, সৌন্দর্যও।

আল্লাহর গুণাবলি নিয়ে চিন্তা করা: তিনি পরাক্রমশালী, আমরা কিছুই না।

নম্র ও আল্লাহভীরু মানুষদের সঙ্গ করা: যাদের জীবন বিনয়ের আদর্শ, তারা অহংকার রোধে সহায়ক হয়।

মৃত্যু ও কবরের কথা স্মরণ করা: একদিন সব কিছু ফেলে যেতে হবে—এই ভাবনা অহংকার ভেঙে দেয়।

দাওয়াহমূলক কাজ করা: আত্মবিশ্লেষণ এবং আত্মসংশোধনের সুযোগ বাড়ায়।

অধ্যায় : বিনয়ের ফজিলত

ইসলামে যে গুণটি অহংকারের ঠিক বিপরীত এবং সবচেয়ে প্রশংসিত, তা হলো বিনয় বা নম্রতা। এটি একজন মুমিনের শোভা এবং জান্নাতের পথপ্রদর্শক। আল্লাহ তাআলা কুরআনে এবং রাসূল (সা.) হাদীসে বিনয়ের ফজিলত বহুবার বর্ণনা করেছেন।

১৪. কুরআনে বিনয়ের প্রশংসা

> “রহমানের বান্দারা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং যখন মূর্খরা তাদের সঙ্গে তর্ক করে, তখন বলে: সালাম।”

— (সূরা ফুরকান: ৬৩)

এই আয়াতে বিনয়ী মানুষের চেহারায় শান্তির প্রতিচ্ছবি দেখানো হয়েছে। রাসূল (সা.)-এর বিনয়

রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, কিন্তু ছিলেন সবচেয়ে বিনয়ী মানুষ।

তিনি দাসদের সাথে বসতেন

মজলিসে কেউ আসলে তাঁকে আলাদা করে মর্যাদা দিতেন না

নিজের জুতো নিজে সেলাই করতেন

কখনো কাউকে তুচ্ছ ভাবেননি

হাদীসে বিনয়ের ফজিলত

> “যে ব্যক্তি বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।”

— (সহীহ মুসলিম)

> “বিনয় এমন এক গুণ যা মানুষের সম্মান বাড়িয়ে দেয়, অহংকার এমন একটি গুণ যা মানুষকে নিচে নামিয়ে দেয়।”

— (বায়হাকী)

সাহাবীদের বিনয়

আবু বকর (রা.) খলীফা হয়েও নিজে খাবার বিতরণ করতেন

উমর (রা.) রাতে মানুষের খোঁজ নিতে ঘুরে বেড়াতেন

তাঁরা নিজেদের আমল নিয়ে কখনো গর্ব করতেন না

বিনয়ের উপকারিতা

১. আল্লাহর কাছে মর্যাদা বাড়ে
২. মানুষের ভালোবাসা পাওয়া যায়
৩. দোয়া কবুল হয়
৪. সমাজে শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় থাকে
৫. ঈমান দৃঢ় হয়

শিক্ষা

বিনয় একজন মুমিনের সৌন্দর্য

আল্লাহ ও রাসূল (সা.) নম্র মানুষকে ভালোবাসেন

অহংকার থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের প্রত্যেকেরই বিনয়ী হতে হবে

অধ্যায় ১৫ অহংকারের সামাজিক ও আত্মিক ক্ষতি

অহংকার এমন একটি রোগ, যা শুধু ব্যক্তি নয়—সমগ্র সমাজ এবং আত্মিক জীবনে গভীর ক্ষতি ডেকে আনে। ইসলাম অহংকারকে নিষিদ্ধ করেছে, কারণ এটি সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে, হৃদয় থেকে নম্রতা মুছে দেয়, এবং মানুষকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়।

সামাজিক ক্ষতি

ক. মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয়

অহংকারী ব্যক্তি অন্যদের তুচ্ছ মনে করে। এতে সমাজে সমতা ও সৌহার্দ্য ভেঙে পড়ে।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

> “তোমরা মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তাকিও না এবং পৃথিবীতে দস্তভরে চলাফেরা করো না।”

— (সূরা লুকমান: ১৮)

খ. আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বে ফাটল ধরে

অহংকারী লোক কেউ পছন্দ করে না। ধীরে ধীরে সে একা হয়ে পড়ে, তার থেকে মানুষ দূরে সরে যায়।

গ. দুঃস্থদের প্রতি করুণা হারিয়ে যায়

অহংকারী ব্যক্তি গরিব ও দুর্বলদের অবজ্ঞা করে, যা সমাজে অন্যায় বৈষম্য তৈরি করে।

আত্মিক ক্ষতি

ক. হৃদয়ের ভেতর ঈমান দুর্বল হয়

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

> “যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।”
— (সহীহ মুসলিম)

অহংকার ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক। একে অপরকে দুর্বল করে।

খ. আল্লাহর নিকটবর্তীতা হারায়

অহংকারী ব্যক্তি নিজের আমল ও অবস্থান নিয়ে গর্ব করে, ফলে তার মধ্যে বিনয় ও ইখলাস থাকে না। অথচ আল্লাহ বলেন:

> “নিশ্চয় আল্লাহ অহংকারকারী ও গর্বিতদের ভালোবাসেন না।”

— (সূরা নাহল: ২৩)

গ. দোয়া কবুল হয় না

দোয়ার অন্যতম শর্ত হলো নম্রতা ও ভগ্নহৃদয়তা। অহংকার এ মনোভাবকে ধ্বংস করে। ফলে আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেন না।

৩ দৃষ্টান্ত

ফেরাউন ও নমরুদের পরিণতি

তারা অহংকার করে নিজেদের ‘ঈশ্বর’ দাবি করেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

কুরআন বলছে:

> “অতঃপর আমরা তাকে ও তার সৈন্যদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম।”

— (সূরা কাসাস: ৪০)

.৪ শিক্ষা

অহংকার শুধু একটি চারিত্রিক দোষ নয়, বরং এটি ব্যক্তিত্ব ধ্বংস করে দেয়।

এটি মানুষের মন থেকে ভালোবাসা মুছে দেয়, সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে।

আত্মিকভাবে এটি ঈমান দুর্বল করে ও আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করে।

কুরআনের দিকনির্দেশনা

আল্লাহ বলেন:

(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا)

“যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে, সে সফল হয়েছে; আর যে একে কলুষিত করেছে, সে ধ্বংস হয়েছে।”

— সূরা আশ-শামস: ৯-১০

এ আয়াত ইঙ্গিত করে আত্মশুদ্ধিই প্রকৃত মুক্তির পথ।

৩. হাদীসের আলোকে আত্মশুদ্ধির উপায়

রাসূল (সা.) বলেন:

«الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ»

“অহংকার হলো—সত্যকে অস্বীকার করা ও মানুষকে তুচ্ছ মনে করা।”

— সহীহ মুসলিম: ৯১

অতএব, অহংকার থেকে বাঁচতে হলে মানুষের প্রতি বিনয়ী মনোভাব রাখতে হবে এবং সত্য গ্রহণে প্রস্তুত থাকতে হবে।

৪. অহংকার দমন করার বাস্তব উপায়সমূহ

(ক) আল্লাহর মহত্ত্ব উপলব্ধি করা:

যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর সামনে আমরা নিতান্তই দুর্বল ও অক্ষম।
কুরআনে আল্লাহ বলেন:

(وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ)

“তারা আল্লাহকে তাঁর যথাযথ মর্যাদা দেয়নি।” — সূরা আন’আম: ৯১

(খ) নবী ও সাহাবীদের জীবনচর্চা:

তাঁদের বিনয়ী জীবন অধ্যয়ন করলে অহংকার লোপ পায়।

(গ) গুনাহ স্মরণ করা ও তওবা করা:

নিজের পাপের স্মরণ অহংকার দূর করে। হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন,
“নিজের গুনাহ যারা ভুলে যায়, তারাই অহংকার করে।”

(ঘ) অহংকারের বিপরীত গুণের অনুশীলন:

যেমন—বিনয়, কৃতজ্ঞতা, দানশীলতা, দুঃখীদের সঙ্গে থাকা ইত্যাদি।

(ঙ) নফসের বিরুদ্ধে আমল করা:

যা ego (নফস) পছন্দ করে না, যেমন—জনসমক্ষে কাজের ভার নেওয়া, সাধারণ পোশাক পরা, নিচু ব্যক্তির সঙ্গে মিশা—এসব নফসকে ভাঙে।

৫. ব্যক্তিগত অনুশীলনের কিছু উদাহরণ

প্রতিদিন নিজের গুনাহের হিসাব রাখা

সকালে ও রাতে আয়াত ও দুআ পাঠ:

“اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ، وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ”...

“আল্লাহুম্মা! আমার অন্তরকে রিয়া ও অহংকার থেকে পরিশুদ্ধ করুন।”

মজলিসে গরিব, অসহায়দের পাশে বসা

নফসকে দমন করার জন্য মাঝে মাঝে কষ্টের কাজ নিজ হাতে করা

৬. আলেমদের বক্তব্য

ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন:

“নফসের মধ্যে যে অহংকার আছে, তা শুধু আল্লাহর ভয় ও বিনয়ের মাধ্যমে ভাঙা সম্ভব।” — মাদারিজুস সালিকীন

মাওলানা আশরাফ আলী খানভী (রহ.) বলেন:

“তোমার মধ্যে যত বড় যোগ্যতা থাকবে, তত বিনয়ী হও—এটাই কামেল মুসলমানের চিহ্ন।”

অধ্যায় ১৬: আত্মসমালোচনা ও আত্মশুদ্ধির কৌশল (তাসাউফ ও তরীকতের আলোকে)

১. ভূমিকা

আত্মসমালোচনা (মুহাসাবা) ও আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়া) ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলাম শুধু বাহ্যিক আচরণের সংশোধনই নয়, বরং অন্তরের রোগ সারাতেও গুরুত্ব দিয়েছে। তাসাউফ ও তরীকত মূলত এই আত্মার রোগ নিরাময়েরই একটি পদ্ধতিগত মাধ্যম।

২. কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি

আল্লাহ বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেকেই চিন্তা করুক সে আগামী দিনের জন্য কী প্রস্তুত করেছে।”

— সূরা হাশর: ১৮

এই আয়াতে আত্মসমালোচনার আদেশ রয়েছে, যা তাযকিয়ার একটি মৌলিক ধাপ।

৩. হাদীসের আলোকে মুহাসাবা

হযরত উমর (রাঃ) বলেন:

«حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا»

“নিজেদের হিসাব নাও, তার আগেই যেদিন তোমাদের হিসাব নেয়া হবে।”

— (মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা)

৪. আত্মশুদ্ধির তিনটি স্তর

- (ক) তায়কিয়া তুন্-নাফস: নিজের নফসকে খারাপ গুণাবলি থেকে পরিষ্কার করা
- (খ) তাহলিয়াহ: নফসকে শির্ক, রিয়া, কিবর, হসদ ইত্যাদি থেকে মুক্ত করা
- (গ) তাহল্লিয়াহ: বিনয়, তাকওয়া, ইখলাস, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি গুণ দ্বারা অন্তরকে পূর্ণ করা

৫. তরীকতের চারটি স্তর

- (১) শাইখ বা মুরশিদের সংস্পর্শ: যারা আত্মশুদ্ধির কাজে অভিজ্ঞ
- (২) মুরাকাবা: আল্লাহর উপস্থিতির অনুভূতি
- (৩) মুহাসাবা: আত্মসমালোচনা ও গুনাহের হিসাব রাখা
- (৪) মুজাহাদা: নফসের বিপরীতে আমল করা

৬. তাসাউফে অহংকার মুক্তির পদ্ধতি

তাসাউফের মূল বিষয় হলো, নিজের অস্তিত্বকে আল্লাহর সামনে নসি় মনে করা। ইমাম রাবিয়া বসরী (রহ.) বলতেন:

"আমি জানি না, আমি জানি—এই ধারণা থেকেই অহংকার জন্মায়।"

৭. আত্মসমালোচনার কিছু বাস্তব কৌশল

দৈনিক আমলনামা রাখা

অহংকার উদ্রেককারী ঘটনার পর অন্তর বিশ্লেষণ

তওবা ও ইস্তিগফার করা

একজন বিশ্বস্ত দ্বীনী ব্যক্তিকে নিজের মুরাকিব হিসেবে গ্রহণ করা

৮. একজন ওলী আল্লাহর ঘটনা (রেফারেন্স সহ)

শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) একদিন বললেন:

“আমি যত বড় আলেম হয়েছি, ততই বুঝেছি আমার কিছুই জানা নেই।”

— গুনিয়াতুত তালিবীন

এই চিন্তাভাবনা-ই একজন আল্লাহওয়ালার পরিচয়।

৯. উপসংহার

আত্মসমালোচনা ও আত্মশুদ্ধি ছাড়া দীন পূর্ণ হয় না। আমাদের ভিতরে অহংকার, আত্মপ্রশংসা, রিয়া ইত্যাদি দূর করতে চাইলে তরীকত ও তাসাউফের শিক্ষার আলোকে আত্মার গভীর বিশ্লেষণ ও পরিশুদ্ধি করতে হবে। এটাই সফল মুমিনের চিহ্ন।

অধ্যায় ১৫: বিনয়ের চর্চা ও ব্যক্তিগত অনুশীলনের পদ্ধতি
(আলেমদের উপদেশ, কুরআন ও হাদীসের আলোকে)

১. ভূমিকা

বিনয় (تواضع) হলো এমন একটি গুণ যা মানুষের হৃদয়কে মাধুর্যপূর্ণ করে তোলে এবং সমাজে সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে। একজন অহংকারমুক্ত মানুষ যখন বিনয়ের চর্চা করেন, তখন আল্লাহ তায়ালাও তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।

২. কুরআনের নির্দেশ

আল্লাহ বলেন:

﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

“তুমি মুমিনদের জন্য বিনয়ের ডানা নামিয়ে দাও।”

— সূরা হিজর: ৮৮

এটি নবী করীম (সা.)-কে নির্দেশ, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য এক উত্তম আদর্শ।

৩. রাসূল (সা.)-এর জীবন থেকে

নবী করীম (সা.) নিজ হাতে জুতা সেলাই করতেন, উটে চড়ে যুদ্ধ করতেন এবং দাসদের সঙ্গে বসে খেতেন।

একবার একজন ব্যক্তি তাঁর সামনে কাঁপতে লাগলে তিনি বললেন,

«هُوَ عَلَيَّكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ»

“শান্ত হও! আমি কোনো রাজা নই।” — ইবনে মাজাহ: ৩৩১২

৪. বিনয়ের গুরুত্ব হাদীসে

রাসূল (সা.) বলেন:

«مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ»

“যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় প্রদর্শন করে, আল্লাহ তাকে উঁচু মর্যাদায় উন্নীত করেন।”

— সহীহ মুসলিম: ২৫৮৮

৫. আলেমদের উপদেশ

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন: “যে যত বেশি জ্ঞানী, সে তত বেশি বিনয়ী।”

ইমাম গায়যালী (রহ.) বলেন: “বিনয় হলো সেই বাতি, যা অন্তরের অন্ধকার দূর করে।”

৬. ব্যক্তিগতভাবে বিনয় চর্চার পদ্ধতি

(১) নিচু ও সাধারণ কাজ নিজ হাতে করা:

যেমন—নিজের ঘর পরিষ্কার করা, জুতা ঠিক করা, ছোটদের সালাম দেওয়া।

(২) গরিবদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা:

রাসূল (সা.) সর্বদা দরিদ্র ও মেহনতি মানুষদের সম্মান দিতেন।

(৩) জনসমক্ষে নিজের ভুল স্বীকার করা:

যেখানে নিজের ভুল হয়েছে সেখানে স্বীকার করে নেওয়া অহংকার ভাঙার উপায়।

(৪) অপরের প্রশংসা করা এবং নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করা:

নিজের গুণ না গুনে বরং অন্যের গুণে খুশি হওয়া।

(৫) অহংকারের সম্ভাব্য উৎসগুলো থেকে দূরে থাকা:
যেমন—অতিরিক্ত বিলাসিতা, সামাজিক অবস্থান নিয়ে গর্ব, নিজের ইবাদতে গর্ব করা ইত্যাদি।

৭. আত্মচর্চা হিসেবে কিছু আমল

প্রতিদিন ১০ বার “اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَوَاضِعِينَ” (হে আল্লাহ! আমাকে বিনয়ীদের অন্তর্ভুক্ত করুন) দোআ পড়া।

অন্তরকে বিনয়ী রাখতে নফসকে মাঝেমাঝে অপছন্দের কিছু কাজ করতে দেওয়া।

সপ্তাহে অন্তত একবার সমাজের নিম্ন শ্রেণির সঙ্গে বসে খাবার খাওয়া।

১৭. উপসংহার

বিনয় এমন একটি গুণ যা আত্মাকে অহংকারের আগুন থেকে রক্ষা করে। এটি শুধু একজন মানুষকে আল্লাহর কাছে সম্মানিত করে না, বরং সমাজেও তাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। এজন্য আমাদের উচিত প্রতিনিয়ত বিনয়ের চর্চা করা এবং অহংকার থেকে নিজেকে দূরে রাখা।

অধ্যায় ১৬: উর্দু ও আরবি লেখকদের উক্তি ও আলেমদের রেফারেন্স বিশ্লেষণ
অহংকার বিষয়ে নির্বাচিত মনীষীদের বাণী ও শিক্ষণীয় দিক

১. ভূমিকা

ইসলামের ইতিহাসে বহু আলেম, তাসাউফ সাধক, ও কবি-সাহিত্যিক অহংকারের ভয়াবহতা নিয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর কিছু বাণী রেখে গেছেন। এ অধ্যায়ে উর্দু ও আরবি ভাষাভাষী মনীষীদের কিছু নির্বাচিত উক্তি, বক্তব্য ও রেফারেন্স আলোচনায় আনা হবে।

২. আরবি মনীষীদের বাণী ও রেফারেন্স

(ক) ইমাম গায়যালী (রহ.)

তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ “ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন”-এ লিখেছেন:

“الكبر من المهلكات، ولا يتخلص منه إلا بمعرفة النفس ومعرفة الرب.”

“অহংকার ধ্বংসকারী বৈশিষ্ট্য। এটি থেকে মুক্তি পেতে হলে নিজের সীমাবদ্ধতা ও আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব চিনতে হবে।”

— ইহইয়া, খণ্ড ৩, باب الكبر والعجب

(খ) হযরত আলী (রাঃ)

“حما لابن آدم والفخر؟ أوله نُطْفَةٌ وَآخِرُهُ جِيفَةٌ.”

“আদম সন্তানের গর্ব কিসে? তার শুরু এক ফোঁটা অপবিত্র পানি এবং শেষ দুর্গন্ধযুক্ত লাশ।”

— নাহজুল বালাগাহ

৩. উর্দু লেখকদের নির্বাচিত বাণী

(ক) মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)

“حتكبر دل كا ايسا زبر ہے، جو تمام نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔”

“অহংকার হৃদয়ের এমন বিষ যা সমস্ত নেক আমল পুড়িয়ে দেয়।”

— মালফূজাত থানভী, খণ্ড ৪

(খ) মাওলানা মওদূদী (রহ.)

“-غرور ایک ایسا فریب ہے، جس میں انسان اپنی ہی ذات کا اسیر بن جاتا ہے”

“অহংকার এমন এক প্রতারণা, যেখানে মানুষ নিজেরই দাস হয়ে পড়ে।”

— তাফহীমুল কুরআন, সূরা لقمان

(গ) কবি আল্লামা ইকবাল

“>غرور نے تجھ کو بندہ نہ رہنے دیا”

“অহংকার তোকে আর আল্লাহর বান্দা থাকতে দেয়নি।”

— বাল-এ-জিবরীল, ১৯৩৫

৪. কিছু উপদেশমূলক বাক্য (বাংলা অনুবাদসহ)

> “তাওয়াজ্জু ইল্লাল্লাহ (আল্লাহর প্রতি বিনয়) হল জান্নাতের রাস্তা।”

— হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.)

> “যে ব্যক্তি নিজের নফসকে বড় মনে করে, সে কখনো বড় হতে পারে না।”

— ইমাম শাফেয়ী (রহ.)

> “গর্ব একজন আলেমকে জাহেল বানিয়ে দেয়।”

— মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলভী (রহ.)

—

অধ্যায় : আমাদের করণীয় ও বাস্তব চর্চা

অহংকার একটি মারাত্মক আত্মিক ব্যাধি যা ধীরে ধীরে মানুষের নৈতিকতাকে ধ্বংস করে দেয়, মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করে এবং সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করে। একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো এই ব্যাধি থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং বিনয়ী জীবনযাপন করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾

“তুমি পৃথিবীতে অহংকার করে চলাফেরা করো না। তুমি কখনোই পৃথিবী বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং পাহাড়ের উচ্চতাকেও অতিক্রম করতে পারবে না।”

(সূরা লুকমান: ১৮)

এই আয়াত আমাদের অহংকারের ভিত্তিহীনতা ও অবান্তরতার শিক্ষা দেয়। একজন মানুষ যত বড়ই হোক না কেন, সে চূড়ান্তভাবে সৃষ্টি এক দুর্বল প্রাণী, যে আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

ব্যক্তিগত চর্চা:

১. নিজেকে ছোট মনে করা, তবে আত্মমর্যাদা বজায় রেখে:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন, অথচ তিনি ছিলেন সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। এই চর্চা আমাদের অহংকার কমাতে সাহায্য করে।

২. আত্মসমালোচনার অভ্যাস গড়ে তোলা:

আল্লাহর দরবারে নিজের অবস্থান প্রতিদিন পর্যালোচনা করা। কোন কাজ বা কথার মাঝে অহংকার আসছে কি না—তা গভীরভাবে চিন্তা করা।

৩. নিয়মিত ইস্তিগফার ও দুআ করা:

অহংকারকে গোপনে দমন করা কঠিন, তাই আল্লাহর কাছে দুআ করা উচিত:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَوَاضِعِينَ

“হে আল্লাহ! আমাকে বিনয়ীদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন।”

৪. বিনয়ীদের সাহচর্য গ্রহণ করা:

যেসব মানুষ সত্যিকার অর্থে নম্র ও আল্লাহভীরু—তাদের সান্নিধ্য অহংকার কমাতে সহায়ক হয়।

সামাজিক চর্চা:

১. অহংকারী নয়, সহানুভূতিশীল আচরণ গড়ে তোলা:

পরিবারে, মসজিদে, কর্মক্ষেত্রে কিংবা সমাজে কথা ও আচরণে নম্রতা রাখা।

২. সামাজিক সম্মান নিয়ে গর্ব না করা:

যদি কেউ ইমাম, শিক্ষাবিদ, নেতা কিংবা ধনী হন, তবে তা যেন অহংকারের কারণ না হয়, বরং দায়িত্বের অনুভূতি জন্মায়।

৩. দরিদ্র ও নিঃস্বদের সেবায় আগ্রহী হওয়া:

রাসূল (সা.) সব সময় গরিবদের পাশে থাকতেন। এ থেকে শিক্ষা নিয়ে সমাজের দুর্বল শ্রেণীর পাশে দাঁড়ানো উচিত।

শিক্ষা ও দাওয়াতি চর্চা:

অহংকারের ভয়াবহতা নিয়ে পড়াশোনা ও আলোচনা করা, যেন মানুষ সচেতন হয়।

মসজিদ, ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাহফিলে এই বিষয়ে দাওয়াতি আলোচনা চালানো।

শেষ কথাঃ

এই অধ্যায়ে আলোচ্য করণীয়গুলো কেবল তথ্যভিত্তিক নয়, বরং এগুলো আমাদের বাস্তব জীবনে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। কুরআনের ভাষায়—

(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ)

“সে-ই সফল, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করল।”

(সূরা আল-আ'লা: ১৪)

আল্লাহ যেন আমাদের অন্তর অহংকারমুক্ত করে দেন এবং একটি বিনয়পূর্ণ, পরিশুদ্ধ জীবনযাপন করার তাওফিক দান করেন।

৫. উপসংহার

এই মনীষীদের উক্তিগুলো প্রমাণ করে, অহংকার কেবল একটি নৈতিক ব্যাধি নয়, বরং আত্মার ধ্বংসের পথ। যারা আত্মশুদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে চান, তাঁদের উচিত এই মনীষীদের জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং অহংকারমুক্ত বিনয়ী চরিত্র গড়ে তোলা।

—

● উপসংহার

ইসলামের দৃষ্টিতে অহংকার একটি মারাত্মক আত্মিক ব্যাধি, যা ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং আখিরাতে জীবনে ধ্বংস ডেকে আনে। এটি এমন একটি গুণ যা প্রথম শয়তানের মধ্যে প্রকাশ পায়, আর মানবজাতির ইতিহাসে বহু বিপর্যয়ের মূলেও ছিল এই অহংকার।

খিসিসের সারাংশ:

অহংকারের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে শুরুতেই, যাতে এটি কীভাবে মানুষের অন্তরে গোপনে জায়গা করে নেয়, তা বোঝা যায়।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে অহংকারের ভয়াবহতা ও শাস্তি আলোচনা করা হয়েছে। ফেরাউন, নমরুদ, ইবলীসের কাহিনি এসবের জ্বলন্ত উদাহরণ।

সাহাবীদের বিনয় ও রাসূল (সা.)-এর জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে বোঝা গেছে—নম্রতা কেমন হওয়া উচিত।

অহংকারের উৎস যেমন—বংশগৌরব, ধন-সম্পদ, জ্ঞান, আমল ইত্যাদি চিহ্নিত করে তা থেকে বাঁচার উপায় আলোচনা করা হয়েছে।

এবং সর্বশেষে বিনয়ের ফজিলত তুলে ধরা হয়েছে, যা আমাদের অহংকার থেকে মুক্তির পথে উৎসাহিত করে।

মূল শিক্ষা

১. অহংকার একটি মহা পাপ, যা জান্নাত থেকে বঞ্চিত করতে পারে।
২. আল্লাহ শুধুই নম্রদের ভালোবাসেন, অহংকারীদের ঘৃণা করেন।
৩. নিজেকে ছোট মনে করাই বড়ত্বের মূল চাবিকাঠি।
৪. জীবনকে বিনয়, কৃতজ্ঞতা ও তওবার আলোকে গঠন করাই একজন মুমিনের পরিচয়।

শেষ কথা

আজকের সমাজে অহংকার নানা রূপে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব নিজ অন্তরকে পরীক্ষা করা, বিনয়ের আলোয় আলোকিত হওয়া, এবং অহংকার নামক আত্মিক বিষ থেকে নিজেকে ও সমাজকে বাঁচানো।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে অহংকার থেকে মুক্ত রেখে বিনয়ী, ঈমানদার বান্দা হিসেবে কবুল করুন।

আমীন।